ENSEMBLE
A bi-lingual peer-reviewed academic journal

সম্পাদকীয়

ডঃ আইরিন শবনম
মুখ্য সম্পাদক
আঁসাঁর, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
ও সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজ

এক বন্ধ্যা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। গতবছর আমাদের ২য় বর্ষ প্রথম সংখ্যা যখন প্রকাশিত হয় তখন আমরা পৃথিবী জুড়ে এক কঠিন সংকটের মুখোমুখি হই। আশা ছিল পরের সংখ্যা প্রকাশের অনেক আগেই আমরা সেই সংকট পেরিয়ে যাবো, কিন্তু জীবন এখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি। তবে অনেক বিকল্প পথ বেরিয়ে এসেছে। অনলাইন ক্লাস, ওয়েবিনার, ই-লার্নিং ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে আমরা এখন পরিচিত। এভাবেই এক বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা এগিয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে আমাদের আঁসাঁর ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যাও সেজে উঠেছে বর্নময় সাজে। এত অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে এই জার্নালটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে পৌছে গেছে, ভাবতে অবাক লাগে, গর্বও হয়; বিষয়ের বৈচিত্র্যও নজরকাড়া।এই সংখ্যায় হরিয়ানা-পাঞ্জাব-হিমাচলের পরিবেশ থেকে উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতবিরোধি চক্র, ত্রিপুরার ভোটের রাজনীতিতে মুসলিমদের ভূমিকা, ভারতের রাজনৈতিক গনতন্ত্র বা আসামের চা শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা যেমন আছে, তেমনি আছে যুদ্ধ পরবর্তী জাপানী অ্যামেরিকান উপন্যাসে জাপানী অ্যামেরিকান নারীদের সংকট। খলিদ হোসেনির উপন্যাসে আফগান জীবনের স্বরূপ, অমিতাভ ঘোষের উপন্যাসে মাতৃত্ব ইত্যাদি নিয়ে প্রবন্ধ। এছাড়াও আছে সংস্কৃতি, লিঙ্গবৈষম্য, রিসার্চ মেথোডলজি, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি বিষয়ে মননঋদ্ধ ও ফিল্ডওয়ার্ক সম্বলিত বিভিন্ন লেখা।

আমরা নিশ্চিত, এই সংখ্যাটি আগ্রহী পাঠক, গবেষক, জ্ঞান পিপাসু ছাত্র-ছাত্রী, যেকোন মানুষকে আকৃষ্ট করবে এবং তাদের আরো জানার আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলবে। আমরা আশা করছি, এভাবে উত্তরোত্তর আমাদের জার্নালের মান বৃদ্ধি পেতে থাকবে। জার্নালটির সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে এবং অজস্র লেখার মধ্যে থেকে সঠিক মানের লেখাটি বেছে নিয়ে রিভিউয়ারদের কাছে পাঠানো ও নিয়ে আসার জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজটি সম্পন্ন করে যে 'এডিটোরিয়াল বোর্ড' (অনন্যা রায়চৌধুরী, অঞ্জন সোম ও বিভাস মন্ডল) তাদেরকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের কঠোর পরিশ্রম ছাড়া জার্নালের এই মসৃন যাত্রা সম্ভব হতো না। এই ওয়েব জার্নালের যাবতীয় ওয়েবিয় আদান-প্রাদান নিরন্তর যারা দেখে চলেছেন এবং ম্যানেজ করে চলেছেন সেই ম্যানেজিং এডিটর ডঃ মুকুন্দ মিশ্র ও জয়েন্ট ম্যানেজিং এডিটর মোঃ ইউসুফ আজিমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রশাসক ডঃ সুব্রত সাহা ও উপাধ্যক্ষ ডঃ মুকুন্দ মিশ্রকে, যাদের নিরন্তর উৎসাহ ও প্রচেষ্টা ছাড়া জার্নালের পথচলা অসম্ভব ছিল।সবশেষে ধন্যবাদ জানাই সমস্ত প্রাবন্ধিক ও রিভিউয়ারদের যাদের ছাড়া জার্নালের অস্তিত্বই সম্ভব নয়। জার্নালের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে জার্নালের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনায় _

ইটাহার, ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ **আইরিন শবনাম**